হযরত উমর

আবদুল মওদুদ

KOBI PROKASHANI

হযরত ওমর
আবদুল মওদুদ

প্রকাশকাল
কবি প্রকাশনী প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০২৪

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে বুকস অফ বেঙ্গল বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা

মূল্য : ৪৫০ টাকা

Hazrat Omar (Biography of Hazrat Omar in Bengali) by Abdul Mowdud Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-e-Khuda Road Katabon Dhaka 1205 Kobi Prokashani First Edition: October 2024
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 450 Taka RS: 450 US 25 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-98948-5-8

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উৎসর্গ

বহু ভাষাবিদ জ্ঞানসাগর
ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্
শ্রদ্ধাভাজনেষু—

عن عقبة ابن عامر قال قال النبي صلعم لو كان
بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب * (الترمذي)

ওকবাহ্ বিন আমিরের উক্তিমতে নবী করিম (স.) বলেছিলেন—
আমার পরে যদি কেউ নবী হতেন, তা হলে ওমর বিন খাত্তাব হতেন।

—তিরমিজি

ভূমিকা

‘হযরত ওমর’ রচনা আজ শেষ হলো। এ জন্য প্রথমেই জানাই করুণাময় আল্লাহ্‌তায়ালার উদ্দেশে অশেষ শুকরিয়া।

ওমর চরিত্রের বিশালতা উপলব্ধি করে স্বভাবতই আমি কুণ্ঠিত হই এ দায়িত্ব গ্রহণ করতে, যদিও অনুরোধ আসে কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের পরিচালকের নিকট থেকে, যা আমার পক্ষে গৌরবের বিষয়। আমি আরও কুণ্ঠিত হই প্রধানত দুটি কারণে—যে পরিমাণ জ্ঞান ও অধ্যয়ন থাকা দরকার এরূপ মহৎ চরিত্র চিত্রণে, তার কোনোটাই আমার নেই। দ্বিতীয়ত, সরকারি গুরুকর্তব্যভার যথাযোগ্য সম্পন্ন করে এরূপ বিরাট কাজে হস্তক্ষেপ করার মতো উপযুক্ত অবসর এবং মন ও মেজাজ পাওয়াও আমার পক্ষে দুর্লভ। তবুও এ কাজের ভার গ্রহণ করতে সাহসী হই শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক সাহেবের আগ্রহাতিশয্যে। আমার সীমিত সামর্থ্যের মধ্যে এ কাজে কতটুকু সফল হতে পেরেছি, তার বিচারভার রইল সহৃদয় পাঠকশ্রেণির ওপর।

আমি আগেই বলেছি, ওমর-চরিত্র বিশাল ও মহৎ। এরূপ মহান চরিত্র চিত্রণকালে যেসব বিষয়ে, বিশেষত খালিদ বিন ওলিদের পদচ্যুতি-সম্পর্কিত তর্কিত বিষয়ে যেরূপ আলোকপাত করা উচিত, আমার অক্ষম লেখনীমুখে তা সম্ভব হয়নি, বিশদ বা পরিচ্ছন্ন হয়নি। এ অক্ষমতাটুকুর জন্য ওজরখাহি করে আমি শুধু এটুকু বলতে পারি, কোথাও সত্য গোপন করিনি, ঐতিহাসিক তথ্যের বিপরীত কিছু আলোচনা করিনি, কিংবা আমার আজন্ম ‘শ্রদ্ধান্বিত হিরো’র চরিত্র চিত্রণে অতিরঞ্জনের চেষ্টাও করিনি। ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে তথ্য-সংবলিত সঠিক আলেখ্য তুলে ধরতে প্রয়াস পেয়েছি।

আরও একটি বিষয়ে পাঠকশ্রেণির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আবু বকর, ওমর, ওসমান, আলী প্রমুখ ইসলামের পরম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির নামোল্লেখ আমি ইংরেজিতে ও সাধারণত উর্দুতে অনুসৃত নীতি অবলম্বন করেই করেছি, নামের পূর্বে ‘হযরত’ ও পরে ‘রাদিআল্লাহ’ লিখিনি। এ পন্থা অবলম্বন করেছি লেখার সুবিধার্থে ও সাহিত্যের রীতি অনুসারে। আমি ‘হযরত’ শব্দটির শুধুমাত্র নবী-করিমের উদ্দেশেই ব্যবহার করেছি এবং এভাবে তাঁর ও তাঁর সাহাবাদের মধ্যে পার্থক্য বজায় রাখিতে প্রয়াস পেয়েছি।

আবদুল মওদুদ

রাওয়ালপিণ্ডি, ১৫ নভেম্বর ১৯৬৫

ওমর! ফারুক! আখেরি নবীর ওগো দক্ষিণ বাহু!
আহ্বান নয়—রূপ ধরে এসো!—গ্রাসে অন্ধতা রাহু
ইসলাম-রবি, জ্যোতি তার আজ দিনে দিনে বিমলিন!
সত্যের আলো নিভিয়া—জ্বলিছে জোনাকির আলো ক্ষীণ!

* * *

ইসলাম—সে তো পরশ-মাণিক, তারে কে পেয়েছে খুঁজি?
পরশে তাহার সোনা হলো যারা, তাদেরই মোরা বুঝি।
আজ বুঝি—কেন বলিয়াছিলেন শেষ পয়গম্বর,
‘মোর পরে যদি নবী হতো কেউ—হতো সে এক ওমর।’

* * *

হে খলিফাতুল-মুসলেমিন! হে চীরধারী সম্রাট!
অপমান তব করিব না আজ করিয়া নান্দী পাঠ
মানুষেরে তুমি বলেছ বন্ধু, বলিয়াছ ভাই, তাই
তোমারে এমন চোখের পানিতে স্মরি তো সর্বদাই।

—কাজী নজরুল ইসলাম

সূচিপত্র

গুমরাহির অন্ধকারায়	১১
ইসলামের আলোকধারায়	১৫
বিশ্বনবীর স্নেহচ্ছায়ায়	২০
খিলাফতের প্রতিষ্ঠায়	৩১
বিজয়ীর বেশে ফিরে দেশে দেশে	৩৮
ইরাক-আরব বিজয় (প্রথম পর্যায়)	৪১
ইরাক-আরব বিজয় (দ্বিতীয় পর্যায়)	৫০
ইরাক-আরব বিজয় (শেষ পর্যায়)	৫৬
ইরাক-আজম বিজয় (প্রথম পর্যায়)	৬২
ইরাক-আজম বিজয় (দ্বিতীয় পর্যায়)	৭০
সিরিয়া বিজয় (প্রথম পর্যায়)	৭৬
সিরিয়া বিজয় (দ্বিতীয় পর্যায়)	৮৭
মিসর বিজয়	৯৬
ওমরের শাহাদাত	১০১
রাজ্য জয় ও রাষ্ট্র গঠন	১০৭
প্রশাসনিক ও রাজস্বব্যবস্থা	১১৪
সেনা বিভাগ	১২৪
শহর পত্তন ও পূর্ত বিভাগ	১৩১
বিচার বিভাগ	১৩৮
জিম্মিদের অধিকার সংরক্ষণ ও দাসপ্রথা নিয়ন্ত্রণ	১৪৩
শিক্ষাবিস্তার ও ধর্মপ্রচার	১৪৯
রাষ্ট্রনায়ক : ব্যক্তিত্ব	১৫৮
মানুষ ওমর	১৬৭
ওমর-কাহিনিগুচ্ছ	১৭৯
শেষ প্রসঙ্গ	১৮৮

গুমরাহির অন্ধকারায়

বিশ্বনবীর নবুয়ত প্রাপ্তির পাঁচ-সাত বছর আগের কথা।

ওকাযের বৃহৎ প্রান্তরজুড়ে মেলা বসেছে। বাৎসরিক মেলা। প্রতিবছরই হজের আগে এ মেলা বসে, আর আরব দেশের সব অংশ থেকেই লোকেরা জমায়েত হয়। মক্কার বাসিন্দারাই ভিড় জমায় বেশি। সারি সারি তাঁবু বসে যায়। মেলাজুড়ে পণ্যসম্ভার থরে থরে সাজানো। এসব পণ্য হিজাজেরই নয়, শাম ও ইয়েমেন দেশেরও পণ্য এসেছে অজস্রভাবে। মেয়ে-পুরুষ দল বেঁধে পণ্য দেখছে, কিনছে। মেয়েদের ভিড়ই এসব জায়গায় বেশি।

মেলার এক বিশেষ প্রান্তে জমেছে কুস্তিগিরদের আখড়া। সেখানে আরবি সব কবিলার সেরা কুস্তিগিরের বিচিত্র সমাবেশ। আর রয়েছে প্রত্যেক কবিলার নামজাদা কবি, যিনি নিজ কবিলার মহিমা ও কুস্তিগিরের বাহাদুরির বয়ান শুনিয়ে যাচ্ছেন সোচ্চার কণ্ঠে।

একদিন এই আখড়ায় এক কবিলার কবিবর উচ্চ কণ্ঠে গেয়ে চলেছেন নিজ কবিলার মহিমা, প্রিয় কুস্তিগিরের শক্তির বড়াই। শ্রোতারা ঘন ঘন বাহবা দিয়ে পরিবেশটি মুখর করে তুলছে; কিন্তু কেউ জবাব দিতে সাহস পাচ্ছে না।

এক কোণে বসে ছিল এক তরুণ যুবা। বয়সিদের নিয়ে কবির কীর্তন উপভোগ করছিল রহস্যভরে; আর মাঝে মাঝে উচ্চ হাসি তুলে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল।

সহসা উঠে দাঁড়াল যুবক। তার দীর্ঘ শরীর, শালপ্রাংশু বাহু ও কঠোর মুখভঙ্গি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যুবক সামনে অগ্রসর হয়ে কবির কীর্তিত কুস্তিগিরকে আহ্বান করল শক্তির পরীক্ষায়। নির্ভয়ে, দাম্ভিক কণ্ঠে।

এক নিমেষে চিনল সবাই যুবাকে। এ যে খাত্তাব-নন্দন ওমর। সবারই অতি চেনা।

বিদ্যুৎগতিতে খবর ছড়িয়ে গেল সারা মেলায়। যে যেখানে ছিল, ছুটে এসে ভিড় জমাল আখড়ার চারদিকে। ছেলে, মেয়ে, যুবা, বুড়া সবাই রুদ্ধনিঃশ্বাসে লক্ষ করতে লাগল মল্লযুদ্ধের ফলাফল।

ওমর সুযোগ দিলেন প্রতিদ্বন্দ্বীকে প্রথমে আক্রমণ করতে। সে বুক ফুলিয়ে আস্ফালন করে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওমরের ওপর। বেদুইন নওজোয়ানের আক্রমণ

নীরবে প্রতিহত করে ওমর কৌশলে তার কাঁধের ওপর সওয়ার হলেন এবং এক নিমেষে ভূপাতিত করে তার বুকের ওপর বসে গেলেন কঠিন অনড় পাহাড়ের মতো। বেদুইন নওজোয়ান নিঃশ্বাস নিতে অক্ষম হয়ে ওমরের কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাইল। তিনি হাসিমুখে তাকে ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। জয়ধ্বনির উচ্চ স্বরে চারদিক ভরে গেল।

তার তিন দিন পরের ঘটনা।

ওকাযের মেলা শেষ হয়ে আসছে; কিন্তু শেষ পর্বের আর একটি প্রধান ঘটনা ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা। প্রত্যেক কবিলার সেরা ঘোড়সওয়াররা আপন আপন দ্রুতগামী তাজির পিঠে প্রতিযোগিতার মাঠে প্রস্তুত। খাত্তাব-নন্দন ওমরও প্রতিযোগিতায় নেমেছেন। তাঁর কালোবরণ সুন্দর তাজিই সবচেয়ে প্রধান আকর্ষণ। সংকেতমাত্রই প্রতিযোগীরা বায়ুবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। অসংখ্য ঘোড়ার মধ্যেও ওমরের তাজি ছুটে চলেছে শিরোভাগে। ওমরকে অশ্বপৃষ্ঠে বিন্দুবৎ দেখা যাচ্ছে। সবাই জয়ধ্বনি তুলল ওমরের নামে। তিনি সব প্রতিযোগীকে বহু বহু দূরে ফেলে জয়ী হয়েছেন। আবার খাত্তাব-নন্দন জয়ের শিরোপা লাভ করে ধন্য হলেন।

এই ছিল খাত্তাব-নন্দন ওমরের প্রাক্-ইসলাম যুগের পরিচয়।

ওমরের জন্ম-সন নিয়ে বহু মতভেদ আছে। তবে একটি প্রামাণ্য হাদিস মোতাবেক ওমরের জন্ম হয় রসুলে আকরমের হিজরতের চল্লিশ বছর পূর্বে। হিজরত অনুষ্ঠিত হয় ৬২২ খ্রিস্টাব্দে এবং এ হিসাবে ওমরের জন্ম-সন হয় ৫৮১-৫৮২ খ্রিস্টাব্দে। আর এ হিসাবে ওমর রসুলে আকরমের চেয়ে ১২ বছরের ছোট। আমর বিন আসের একটি উক্তিমতে একদিন তিনি কয়েকজন বন্ধুসহ খাত্তাবের গৃহে আনন্দ-উৎসবে মত্ত ছিলেন, এমন সময় আনন্দধ্বনি ওঠে। খবর হয় যে, খাত্তাবের একটি পুত্রসন্তান জন্মলাভ করেছে। এ থেকে অনুমিত হয়, ওমরের জন্মকালে মহোৎসব হয়েছিল।

ওমরের পিতামহের নাম নুফায়েল ইবনে আবদুল উজ্জা। আদি হলো তাঁর আদিপুরুষ এবং আদির অন্য ভাই মররাহ্ ছিলেন রসুলে আকরমের পূর্বপুরুষ। এ হিসাবে অষ্টম পুরুষে রসুলে আকরম ও ওমরের পূর্বপুরুষ এক হয়ে যান।

নুফায়েল ছিলেন কুলপঞ্জিবিশারদ। তাঁর কুলপঞ্জি-প্রজ্ঞা ও তীক্ষ্ণ বিচারশক্তি ছিল সর্বজনবিদিত। এ জন্য কোরায়েশ-কুলের শ্রেষ্ঠ বিচারকের মর্যাদায় নুফায়েল ছিলেন অভিষিক্ত। একবার রসুলে আকরমের পিতামহ আবদুল মোত্তালিব ও হারাব ইবনে উমাইয়ার মধ্যে গোত্রের নেতৃত্ব নিয়ে বিরোধ উপস্থিত হলে নুফায়েল আবদুল মোত্তালিবের পক্ষে রায় দিয়ে হারাবকে উপদেশ দিয়েছিলেন—'কেন তুমি এমন লোকের সঙ্গে কলহ করছ, যে তোমার চেয়ে দীর্ঘদেহী, ব্যক্তিত্বশালী। তোমার চেয়ে মার্জিত রুচি ও জ্ঞানী এবং যার বংশধর তোমার চেয়েও সংখ্যায় অধিক, যার মহানুভবতা তোমার সর্বজনবিদিত। এসব বলে আমি অবশ্য তোমার উচ্চ গুণাবলির

অবজ্ঞা করছি না। কারণ, আমিও তোমার গুণগ্রাহী। তুমি মেষের ন্যায় নিরীহ, সারা আরবে তুমি উচ্চ কণ্ঠের জন্য সুবিদিত এবং নিজ গোত্রের একটি শক্তিস্তম্ভ।'

ওমরের মাতার নাম খানতামাহ্ ও মাতামহের নাম হিশাম। হিশামের পিতা মুগিরাহ্ ছিলেন বিরাট ব্যক্তিত্বশালী পুরুষ এবং যখনই কোরায়েশ-কুল অন্য গোত্রের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হতো, তখনই সেনানায়কের পদ (সাহিব-উল-আইননাহ্) ছিল মুগিরাহ্র জন্য অবিসংবাদিত অবধারিত।

কিশোরকালে ওমর উটের রাখালি করেছেন। চারণবৃত্তি আরবে হেয় ছিল না, জাতীয় বৃত্তি হিসেবে মর্যাদাসিক্ত ছিল। স্বয়ং রসুলে আকরমও কিশোর বয়সে মেষচারণ করেছিলেন। জীবনের কঠোর ও মহান শিক্ষা লাভ হতো চারণভূমিতে। ঊষর মরুপ্রান্তরে অবাধ উটশ্রেণির দীর্ঘদিন রাখালি করে ওমরের স্বভাবও হয়ে গিয়েছিল অনেকখানি রুক্ষ ও কঠোর। তার ওপর খাত্তাব ছিলেন বেশ উগ্র ও নির্দয় প্রকৃতির। দাজনানের বিশাল প্রান্তরে তিক্ত স্মৃতি ওমরের মনে বরাবর জাগরূক ছিল। পরবর্তী জীবনে খলিফা পদাভিষিক্ত হয়ে ওমর একবার দাজনান অতিক্রম করছিলেন। তখন পূর্বস্মৃতিতে হঠাৎ উদ্বেলিত হয়ে তিনি বলেছিলেন, 'আল্লাহ্র অশেষ করুণা। এমন একদিন ছিল, যখন একটা সামান্য পশমি জামা গায়ে আমি এই মাঠে উটের রাখালি করতাম; আর যখনই শ্রান্ত হয়ে বিশ্রাম নিতাম, তখনই পিতা নির্দয়ভাবে প্রহার করতেন। এখন এমন দিন এসেছে, যখন আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ আমার উপরওয়ালা নেই।'

বাল্যে ওমর নিজের প্রচেষ্টা ও ঐকান্তিক আগ্রহে কিছু লেখাপড়াও শিখেছিলেন। বলা বাহুল্য, সে আমলে আরবে বিদ্যাশিক্ষার চর্চা ছিল খুবই সীমাবদ্ধ এবং উচ্চ বংশীয়দের মধ্যেও বিদ্যাশিক্ষার চেয়ে শরীরচর্চা ও কুস্তিগিরী ছিল বেশি সম্মানের। বালাজুরির উক্তিমতে, নবী করিমের সমকালীন মাত্র সতেরোজন সাক্ষর ছিলেন এবং ওমর তাঁদের অন্যতম। ওমরের অত্যন্ত ঝোঁক ছিল কবিতার দিকে এবং প্রায় সব প্রতিষ্ঠিত কবির বাছাই বাছাই কবিতা তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। কবিতা মুখস্থ করায় তাঁর এমনই কৃতিত্ব ছিল যে, কোনো কবিতা একবার মাত্র পাঠেই বা শ্রবণেই সেটি কণ্ঠস্থ হয়ে যেত নির্ভুলভাবে। ওমরের হস্তলিপি ছিল সুন্দর এবং তাঁর ভাষাজ্ঞানও ছিল উচ্চ স্তরের। তাঁর বাক্শক্তি ছিল প্রশংসনীয় ও চিত্তহারী এবং তার দরুন বহুবার তাঁকে মধ্য-যৌবনেই কোরায়েশ-কুলের পক্ষে দৌত্যকার্য করতে হয়েছে।

ওমর প্রথম যৌবনকালেই জীবিকার প্রয়োজনে ব্যবসা শুরু করেন। সেকালে ব্যবসা ছিল একটি লাভজনক ও সম্মানের জীবিকা। স্বয়ং রসুলে আকরম কিছুকাল তেজারতিতে লিপ্ত ছিলেন। তেজারতির কারণে ওমর সিরিয়া ও ইরাক-আজমে সফর করেছেন। সে সময় ওমর বহু জ্ঞানী-গুণীর সাহচর্য লাভ করেছেন এবং বহু আরবি ও ইরানি শাসকের দরবারেও হাজির হয়েছেন। তার ফলে মানবচরিত্রে

ওমরের বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়েছে প্রচুরভাবে। পরবর্তী কর্মমুখর জীবনে এসব অভিজ্ঞতা ও ভূয়োদর্শিতার ফল ছিল প্রচুরভাবেই। যথাস্থানে তার পরিচয় উন্মোচিত হবে।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, ওমরের প্রাক্-ইসলাম যুগের জীবন ততটা বিস্তৃত ও দীপ্তিময় ছিল না। এ জন্য তাঁর জীবনের প্রথমার্ধের বহুলাংশই অজ্ঞাত রয়ে গেছে। সমসাময়িক অন্যান্য কৃতী ও মহিমাসিক্ত ব্যক্তির উক্তির বা স্মৃতিচারণার বিন্দু বিন্দু আলোকপাতেই এই অনালোকিত অধ্যায়ের কিছু কিছু অংশ ভাস্বর হয়ে উঠেছে।

ইসলামের আলোকধারায়

ওমরের জীবনের প্রায় সাতাশ-আটাশ বছর কেটে গেছে। মধ্য-যৌবনকাল।

ঠিক এই সময়ে প্রায় ৬১০ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বজগৎ এক নতুন জীবনের আস্বাদ লাভ করে। এক নয়া জ্যোতির বিকিরণ হয় আরবের হিরা গুহায়। কালক্রমে জগজ্জ্যোতিরূপে সে আলো ছড়িয়ে পড়ে সবখানে, সব দেশে। ইসলাম তার পরিচয়।

কিন্তু এ আলোকশিখা, এ সিরাজুম মুনিরার বিকিরণ দাবানল গতিতে হয়নি। একটু একটু করে ধীর-মন্থর গতিতে তার দীপ্তি বিকশিত হয়েছিল।

আর এই আলোকবর্তিকা নির্ভয়ে এবং নীরব হয়ে, নম্র হয়ে প্রাণ পর্যন্ত পণ করে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছিলেন, সেই নরকুলধন্য কামেল মানুষটি। তাঁর পবিত্র দেহের ওপর দিয়ে নির্বিচার ও নির্মমভাবে স্রোত বয়ে গেছে নির্যাতনের, নিপীড়নের। তাঁর আপন গোত্রীয় এমনকি নিকটাত্মীয়দের নিকট থেকে এসেছে কত ভ্রুকুটি প্রদর্শন, কত শাসনবচন, কত শাস্তিবচন। কিন্তু নিজের মাঝেই শক্তি ধরে নিঃশঙ্কচিত্তে উদার কণ্ঠে তিনি বিলিয়ে চলেছেন শান্তির ললিত বাণী—ইসলামের বাণী। নিখিল মানবের অভয়দাতা, ত্রাণকর্তা হযরত মুহাম্মদের কণ্ঠে বারবার ধ্বনিত হচ্ছে তাওহিদ-মন্ত্র 'লা-শরিক আল্লাহ্'।

একটির পর একটি প্রদীপ জ্বলতে থাকে এ বাণীর ত্বরিতস্পর্শে। এক এক করে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় খোঁজে।

নবুয়ত প্রাপ্তির পর প্রায় ছয় বছর কেটে যাচ্ছে। এ দীর্ঘকালে প্রায় পঁয়তাল্লিশজন পুরুষ ও একুশজন নারী ইসলাম কবুল করেছেন। কারও কারও মতে এ সংখ্যার সামান্য কম-বেশি হতে পারে।

কিন্তু এই স্বল্পসংখ্যক ইসলাম কবুলকারীদের ওপরেও বিপক্ষ দলের নির্যাতন-নিপীড়নের অন্ত ছিল না। জুলুম ও অত্যাচারের ঝড় বয়ে গেছে তাঁদের ওপর। তাঁদের কেউ কেউ আবিসিনিয়ায় (হাবশ) আশ্রয় খুঁজেছেন প্রাণের দায়ে রসুলে আকরমের অনুমতি নিয়ে।

ওমরের কানেও এসেছে এই তাওহিদ-বাণী; কিন্তু গুমরাহির অন্ধকারায় তাঁর সহৃদয় মন সঠিকভাবে আবদ্ধ। পাষাণে সাড়া জাগছে না। বারবার ধাক্কা দিয়ে প্রতিহত হচ্ছে। পাষাণ প্রাণকে আরও বিরুদ্ধমনা, কুলিশ-কঠোর করে তুলছে।

আপন ঘরে বাঁদী লবিনাহ্ মুসলিম হয়ে গেছে, এ খবরে ওমর ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে গেছেন। বেদেরেগভাবে তাকে বেধড়ক প্রহার করে চলেছেন। শেষে নিজেই ক্লান্ত হয়ে শাসাচ্ছেন, 'থাম থাম! আমি একটু নিশ্বাস ফেলি, তার পর আবার প্রহার শুরু করব।'

কিন্তু তবুও যে তাওহিদ-মন্ত্রে দীক্ষিত একজনকেও ফেরানো যায় না। এ অগ্নিশিখায় সন্দীপিত একটি হৃদয়ও বশ মানে না। টলে না, দমে না। শুধু ঘরে ঘরে জ্বলে উঠছে দ্বীন-ইসলামের লাল মশাল। এ কোন শরাব, কোন আবে হায়াত পান করাচ্ছেন আবদুল্লাহ্-নন্দন?

খাত্তাব-নন্দন শুধু ভাবেন, আর ভাবেন! কী উপায়ে এ বিপ্লব-তরঙ্গের গতিরোধ করা যায়!

হঠাৎ তাঁর মাথায় মতলব এলো, সব অনর্থের মূল ইসলাম-প্রবর্তককে নিঃশেষ করলেই এ বিপদ দূর হয়। অগ্নিশিখার উৎসমূল নির্বাপিত করলেই সব চিন্তাভাবনার অবসান হয়।

যেই চিন্তা, সেই কাজ। ওমর খোলা তরবারি হাতে নিয়ে সোজা চললেন আঁ-হযরতের সন্ধানে।

পথেই দেখা হলো নুয়াইম ইবনে আবদুল্লাহ্র সঙ্গে। নুয়াইম ওমরেরই বংশজ এবং গোপনে তিনি ইসলাম কবুল করেছিলেন। আরও করেছিলেন ওমরের চাচাতো ভাই সাঈদ, যিনি খাত্তাবের এক কন্যাকে শাদি করেছিলেন এবং স্ত্রীকেও ইসলামের সহধর্মিণী করেছিলেন। ওমর অবশ্য এসব কিছুই জানতেন না।

নুয়াইম ওমরের হাতে নাঙ্গা তলোয়ার, চোখে-মুখে তীব্র উত্তেজনা ও ঘন ঘন তপ্ত নিশ্বাস দেখে কিছুটা বিস্মিত হলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী ব্যাপার?' ওমর সোজাসুজি বললেন, 'মুহাম্মদকে খুন করতে চলেছি।'

নুয়াইম বললেন, 'বনি হাশিম ও বনি আবদে মুনাফদের ভয় করো না? তারা তোমায় জ্যান্ত রাখবে কি?'

ওমর ক্রোধে চিৎকার করে উঠলেন, 'মুহাম্মদের ওপর এত দরদ কেন? বুঝি ইসলাম কবুল করেছ? তবে এসো, তোমাকে দিয়েই শুরু করা যাক।'

নুয়াইম শ্লেষের হাসি হেসে বললেন, 'নিজের ঘরের খবর রাখো কি? তোমার এ ভগ্নীপতি যে আগেই ইসলাম কবুল করেছে।'

এ কথা শুনে ওমর ক্রোধে দিশাহারা হয়ে ভগিনী ফাতেমার বাড়িতে ছুটলেন। ফাতেমা ও সাঈদ তখন রুদ্ধদ্বার ঘরে খোবাবের নিকট কোরআনুল করিম তিলাওয়াত করছিলেন। ওমরের কর্কশ হাঁক শুনেই খোবাব লুকিয়ে গেলেন।

ওমর তীক্ষ্ণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী পড়া হচ্ছিল?'

ফাতেমা বললেন, 'ও কিছু না।'

ওমর বললেন, 'আমার নিকট কিছুই লুকাতে চেষ্টা কোরো না, আমি সব জেনে ফেলেছি। তোমরা দুজনেই নাকি ধর্মত্যাগ করেছ?'